খুব অল্প খরচে যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 14 ❑ 10 Jun, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

টাকার বিনিময়ে প্রার্থী পদ বিক্রি হয়েছে, ক্ষুব্ধ বিজেপির নেতাকর্মীরা

প্রতিনিধি ঃ বাগদা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সোমবার প্রার্থী ঘোষণা করলো বিজেপি। প্রার্থী ঘোষণা হতেই বাগদা বিজেপির একটি বড় অংশের নেতাকর্মীরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সরব হলেন। বৈঠক করে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রার্থী পরিবর্তন না করা হলে তারা নির্দল প্রার্থী দাঁড় করাবেন।

সোমবার বাগদা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে বিনয় কুমার বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিনয়ের বাড়ি গোপালনগর থানার আকাইপুর এলাকায়। তিনি বাগদার ভূমি পুত্র নন। আর এতেই আপত্তি তুলেছেন বাগদার সাধারণ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী বিনয় মতুয়া সমাজের লোক। প্রার্থী ঘোষণা হতেই তিনি ছুটে যান মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের আশীর্বাদ নেন। সম্প্রতি বাগদার বিজেপি নেতাকর্মীরা স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করার দাবি তুলেছিলেন। বিনয় বাবু প্রার্থী হওয়ায় সেই দাবি মানা হলো না। এতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন বাগদার বিজেপি নেতাকর্মীরা। যদিও বিনয় নিজেকে বাগদার ভূমিপুত্র বলে দাবি করে বলেন, 'আমার জন্ম এবং লেখাপড়া বাগদা এলাকায়। ফলে আমি বাগদার ভূমিপুত্র। বিজেপি কর্মীদের ক্ষোভ বিক্ষোভ নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'অনেকেরই প্রত্যাশা থাকে প্রার্থী হওয়ার। দল যাকে ভালো মনে করেছেন তাকেই প্রার্থী করেছেন। আমরা তার হয়ে ময়দানে লড়াই করতে নেমে পড়বো।''

এদিন বিকেলে বাগদার হেলেঞ্চা হাই স্কুলের মাঠে কাতারে কাতারে জড় হতে থাকেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। তাঁরা সেখানে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর বিজেপি নেতা শিশির হাওলাদার বলেন, 'বিজেপি কর্মীরা বহিরাগত প্রার্থী মানবেন না। আমাদের একটাই দাবি, ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রার্থী বদল করতে হবে। তা না হলে বিজেপির মধ্যে থেকে আমরা নির্দল প্রার্থী দেব। এদিন বিজেপির সভা চলাকালীন অপর পক্ষের লোকজন কিছুটা দূরে জড়ো হন। উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিক্ষুব্ধদের এক কাট্টা মনোভাব দেখে তারা এলাকা ছেড়ে চলে যান। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের বক্তব্য, টাকার বিনিময়ে প্রার্থী পদ বিক্রি হয়েছে। আমরা এ জিনিস মানছি না, মানবো না।

যদিও এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'অনেকেরই প্রার্থী হওয়ার প্রত্যাশা ছিল। মান-অভিমান থাকে। পরবর্তীতে সব মিটে যাবে। আমরা সকলে একত্রিত হয়ে বিজেপি প্রার্থীকে জেতাতে লড়াই করব।

এ বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'বাগদার বিজেপি নেতাকর্মীদের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। যদিও সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রার্থী যেই হোন, এবার আমরা জিতবই।

কাঠিবাজদের কড়া বার্তা সেচমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ আসন্ন বাগদা উপনির্বাচনে দলের কাঠিবাজদের কড়া বার্তা দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের নেতা পার্থ ভৌমিক। রবিবার সন্ধ্যায় বাগদার হেলেঞ্চায় তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুরের সমর্থনে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্থ বাবু । তিনি দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কাঠিবাজদের বলে দিতে চাই, এবার ভোটে বাগদা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল জয়ী হবেই। কেউ আটকাতে পারবেনা। কেউ যদি ভেবে থাকেন, কাঠিবাজি করে হারাবেন, পারবেন না। পাল্টা কাঠি বাজি কি করে করতে হয় ভগবানের আশীর্বাদে তা আমি শিখে নিয়েছি।

সেচ মন্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। অনেকেই বলতে শোনা যায়, সেচমন্ত্রী সঠিক কথা বলেছেন। আবার অনেকেই মন্তব্য করেন আগে, নিজেরা কাটি বাজি বন্ধ করুক।

লোকসভা ভোটে বাগদা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস কুড়ি হাজার ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন। ভোটে দাঁড়ানোর আগে তিনি বাগদার বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সে কারণে আগামী ১০ই জুলাই বাগদা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। কুড়ি হাজার ভোট পেরিয়ে বাগদা কেন্দ্রে জয়লাভ করা তৃণমূলের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জ বলেই তৃণমূল নেতারা মনে করছেন। দলের সকলে যাতে একসাথে কাজ করে, সে কারণেই সেচমন্ত্রী ওই বার্তা দিয়েছেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ন গোস্বামী, তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার

তৃতীয় পাতায়...

ক্ষুব্ধ বাগদার সংখ্যালঘু নেতারা, চিন্তায় তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ বাগদা উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রস্তুতি সভায় সংখ্যালঘু নেতাদের অসম্মান করার অভিযোগ এনে ক্ষুব্ধ সংখ্যালঘু নেতারা। চিন্তার ভাঁজ তৃণমূল শিবিরে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিল বাগদা পশ্চিম ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি।

রবিবার বাগদায় তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে প্রস্তুতি সভা ছিল। অভিযোগ, সেই সভায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু নেতারা উপযুক্ত সম্মান পাননি। এমনকি তাদের সভায় বসার জায়গা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। উপ নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় তৃণমূল নেতাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস,অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিও দিয়েছেন তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতাকর্মীরা।

বাগদা পশ্চিম ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সদস্যরা জানিয়েছেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মাইনরিটি বুথ গুলিতে বেশি ভালো ফল করেছে তৃণমূল। অর্থচ মাইনরিটি সভাপতিদের ঠিক মতন মিটিংয়ে ডাকা হয় না উপযুক্ত গুরুত্ব সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। যারা দলকে হারাচ্ছে, তাদেরই গুরুত্ব দিচ্ছে দলের একাংশের নেতারা। বাগদা পশ্চিম ব্লক মাইনরিটি সেলের সভাপতি সাহাজুর মন্ডল বলেন, 'রবিবার উপনির্বাচনের প্রস্তুতি মিটিংয়ে আমাদের চেয়ারে পর্যন্ত বসতে দেওয়া হয়নি , ডাকা হয়নি। আমরা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসকে লিখিত ভাবে জানিয়েছি। এ বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। কোন ব্যবস্থা না হলে আমরা বসে যাবো। অন্য সিদ্ধান্ত নেব।

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "সংখ্যালঘুদের সিপিএম ৩৪ বছর ব্যবহার করেছে। তারপর এখন তৃণমূল ব্যবহার করছে। ওনারা এখন বুঝতে পারছেন। চিঠি চাপাটি দিয়ে লাভ নেই। যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে নিন। যদিও বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চাননি

তৃতীয় পাতায়...

বাম প্রার্থী গৌর

প্রতিনিধি : বাগদার উপ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হলেন গৌর বিশ্বাস। বাগদার কনিয়াড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলিদপুকুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। জগদীশপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। তাঁর বাবা কমলাক্ষী বিশ্বাস ফরোয়ার্ড ব্লকের ২৫ বছরের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৩ সালে প্রথম গৌরবাবু ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। সে বার জয়ী হয়েছিলেন তিনি।

বিজেপি নেত্রীর বাড়ি বোমাবাজির অভিযোগ, আতঙ্ক

প্রতিনিধি ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপি নেত্রীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার অভিযোগ ও ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থানার ফলেয়া এলাকায়। নেত্রীর নাম দিপালী সিকদার ঘটনায় আতঙ্কিত নেত্রীর পরিবার সহ প্রতিবেশীরা। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। পরিবারের সদস্যরা দেখেন বাইরে বোমার সুতলি

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
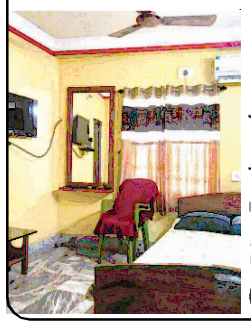
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১৪ ❐ ২০ জুন, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

শুধুই রাজ্য নয়, দুর্নীতির আখড়া ভারতবর্ষ

সুপ্রাচীনকাল থেকে বহুল প্রচলিত একটা প্রবাদ— বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ আগামী দিন তাই করে। এ প্রবাদ বহুল প্রমানিত। ফের প্রমানিত হল ২০২৪-এ এসে। সাম্প্রতিক সময়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে। টাকার বিনিময়ে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকুরি দেওয়া হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তার জন্য বাংলার রাজনীতিও সরগরম এবং তার প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে। তাতে কী শাসক শিবিরের কানে একটুও জল ঢুকেছে। কী জানি! যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের ভারতবর্ষে শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারের। তবুও কেন্দ্র তার দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না। এই যুক্তিকে সামনে রেখে সারা ভারতের যোগ্যতম প্রার্থীদের সুযোগ করে দিতে JEE পরীক্ষাকে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্সটেষ্ট। সংক্ষেপে NEET। পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিন থেকে দুর্নীতির বিষয়ে কানাঘুঁষো শোনা গেলেও কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে কোন আমল দেয় না। সম্প্রতি বিহার পুলিশের গ্রেফতারির পর নড়ে চড়ে বসেছে শিক্ষা দপ্তর। চমকে দেওয়ার মত তথ্য উঠে এসেছে। প্রশ্নপত্র- উত্তরপত্র ফাঁসের জন্য নাকি পরীক্ষার্থী পিছু নেওয়া হয়েছে ৩০-৩২ লক্ষ টাকা। গ্রেফতার হয়েছে ১৩জন। সবই বিহারের। সন্দেহের তালিকায় রয়েছে উত্তর প্রদেশে। যাদের ভরসায় মানুষ যথাসর্বস্ব বিক্রি করে প্রিয়জনকে বাঁচানোর তাগিদে তুলে দেয় তাদের হাতে, তারা যদি উঠে আসে দুর্নীতির হাত ধরে, তাহলে সাধারণ জনগণ কোথায় ভরসা রাখবে! দুর্নীতি মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছে, এই খবরে তাঁরা আজ কোথায়? তাঁরা কী আজও ধ্যানে মগ্ন! না কী দুর্নীতিকে মুক্ত করতে সত্যিই বদ্ধ পরিকর! এ যেন সমগ্র ভারতবাসীর লজ্জা। দুর্নীতি শেষ হোক— এ অপেক্ষায় সাধারণ দেশবাসী।

আত্মবিশ্বাসী মধুপর্ণা

জয় চক্রবর্তী : বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে রাজনীতিতে একেবারেই আনকোরা নবাগতার উপরেই ভরসা রেখেছে তৃণমূল। বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বুধবার মনোনয়ন জমা দেন মধুপর্ণা ঠাকুর। রাজনীতিতে সদ্য পা রাখলেও জয়ের বিশ্বাস আত্মবিশ্বাসী ঠাকুর পরিবারের কন্যা। জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা বলছেন মধুপর্ণা।

গতবার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাগদায় বিধায়ক হন বিশ্বজিৎ দাস। পরে দলবদল করেন। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করেন। সে কারণে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাই বিধায়কশূন্য বাগদাতেও আগামী ১০ জুলাই ভোটাভুটি। ওই আসনে এবার তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা। সাদা পাড়, নীল রংয়ের শাড়ি পরে এদিন বনগাঁর মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান তিনি। দলীয় নেতা-কর্মীরা তো ছিলেনই। মধুপর্ণার সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা তথা রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি বলেন, "সিট তো আমরা জিতে বসেই আছি, এটা জাস্ট একটা ফর্মালিটি।

তৃতীয় পাতায়...

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

জলই সভ্যতার অপমৃত্যু ঘটাবে

অজয় মজুমদার

সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়া জনিত মৃত্যু ২০১৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ কোটি সাত লক্ষ। আগামী দিনে এই মৃত্যুর সঙ্গে যোগ হবে জল সংক্রান্ত মৃত্যু। জলের অভাবে সমাজ জীবনে নেমে আসবে হাহাকারের কালো হাত। সকলেই জলের জন্য ছুটবে। সারা পৃথিবীতে মোট জলের পরিমাণ ১.৩৫ বিলিয়ন কে.এম ৩ বা ৩.৫×১০টু দি পাওয়ার ২০ গ্যালন। এরমধ্যে সমুদ্রের জলের পরিমাণ ১৭ শতাংশ এবং মিষ্টি জলের পরিমাণ ৩৭ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। এই জলের উৎস হল হিমবাহের গলন কিংবা মেরুপ্রদেশের বরফ গলন। পৃথিবীর উপরিভাগে বা ভূপৃষ্ঠের জলের পরিমাণ খুবই কম। কম হলেই বা কী! হবে মানুষের বাঁচার জন্য এই জলই প্রয়োজন। বেশিরভাগ জল ভূপৃষ্ঠের নিচে। জল সাধারণত চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির নিচে যায়। আবার জলতল যখন ভূপৃষ্ঠকে ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন তা নদী, হ্রদ, বা অন্যান্য জলাশয় রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এখন সমস্যা হল, জনবিস্ফোরণের দাপটে মাথাপিছু জলের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। তার উপর মিষ্টি জল যেখানে সহজলভ্য সেখানে জলের উপর চলে নির্মম অত্যাচার। আর এর ফলে ক্রমেই জলের ভান্ডার নিঃশেষ হতে চলেছে। জলচক্র স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে না । উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ মিলে যে পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবে, তাতে বিশ্বের

তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়বে। আর তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলচক্রের স্বাভাবিকতা হারাবে। ফলে মিষ্টি জলের যোগান চাহিদার তুলনায় ক্রমশই হ্রাস পাবে। বর্তমানে বাতাসে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতুল্য। তাপমাত্রাকে দুই ডিগ্রি সীমায় ধরে রাখতে গেলে ২০২৩ সালের মধ্যেই একে ৪৪০০ কোটি টন কার্বন ডাই অক্সাইডের সমতুল্য স্তরে নামিয়ে আনতে হবে। তা কি সম্ভব হবে।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জলের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে চলেছে। সে জন্য জলের চাহিদার পুনর্মূল্যায়ন ভীষণ প্রয়োজন। যদিও বৃষ্টিপাতের দিক দিয়ে আমাদের দেশ সৌভাগ্যবতী। ৯০ বছরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে এক হাজার একশ মিলিমিটার। সেজন্যই অপচয়ের পরিমাণও বেশি। আমাদের দেশের ৩১২১ টি শিল্পাঞ্চলের ২১৫০ টিতে সুসংগঠিত জল বন্টনের ব্যবস্থা রয়েছে।

নিম্নমানের জল বন্টনের জন্য অপচয়ের পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ । সেদিক থেকে কলকাতা প্রথম সারিতে রয়েছে। জল আবার অনেক সময় জীবনহানীর কারণও হচ্ছে। ১৮৪৬ এর শেষের দিকে এবং ১৮৫০ এর প্রথম দিকে লন্ডনে কলেরা মহামারী নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। ডক্টর জন স্নো এই রোগটিকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। তিনি প্রমাণও করেছিলেন, লন্ডনের ব্রড স্ট্রিটের জলের পাম্প থেকেই সংক্রমন ছড়াচ্ছে। কর্তৃপক্ষ তার গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে মাহামারি প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছিল।

জল নিয়ে রহস্যের অন্ত নেই। জল না হলে আমাদের দেহ সৃষ্টি হবে না। কারণ দেহ সৃষ্টির মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম যার ৯৫ শতাংশ জল। অথচ এই জলকেই

আমরা সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা করি। এই অবজ্ঞার দিন শেষ হয়ে আসছে। জল হবে এক ফোঁটা রক্তের মত। দেশের মিষ্টি জলের মূল ভান্ডার গুলি অন্ধ ধর্মের গোঁড়ামিতে ব্যাপকভাবে দূষিত হয়ে চলেছে। যেমন গঙ্গা, হিন্দুদের কাছে এর পবিত্রতা সীমাহীন। কিন্তু সেই গঙ্গার পবিত্রতা ধ্বংস হয়েছে দূষণের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গেই একটা ভয়াবহ সংবাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তা হল গঙ্গার দুই পাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে গঙ্গার জল ব্যবহার করার ফলে একটা অংশ সবচেয়ে বেশি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। ভারতে যত সংখ্যক ক্যান্সার রোগী, তার একটা বড় অংশই গঙ্গার দুপাড়ের বাসিন্দা।

গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ২৫৫৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৬০০ কিলোমিটার ভীষণভাবে দূষণের শিকার। প্রতিবছর দূষক পদার্থের পরিমাণ ১৯,৬৫,৯০০ কেজি। যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে ১০,৯০,০০০ কেজি, পশ্চিমবঙ্গে ৩,৭০,০০০ কেজি। মিষ্টি জলের উৎস উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলের বিখ্যাত হ্রদ গুলি অবলুপ্তির পথে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুখাতাল বা সরিয়াতাল। বিজ্ঞানী এস এম দাসের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পাঁক জমার কারণে নৈনিতাল লেকের গভীরতা কমে গিয়েছে। এই গভীরতা কমেছে ৮০ বছর ধরে। অনুসন্ধানে দেখা দিয়েছে হ্রদের জল নদীর জল অপেক্ষা বেশি দূষিত হচ্ছে। কারণ নদীর জল গতিশীল। কিন্তু হ্রদের জল স্থির। সে কারণে হ্রদের জল 'বিষাক্ত জল' বা 'কিলার ওয়াটার 'নামে পরিচিত। উত্তর আমেরিকায় ১৯৬৮ সালে বহু মানুষের ফুসফুস ও পাকস্থলীতে ক্যান্সারের বিস্তার ধরা পড়েছিল। বিজ্ঞানীরা এই কারণেই সন্ধানে নেমে পড়লেন। সর্বশেষ যে কারণটির কথা জানা গিয়েছে, তা ভয়ঙ্কর— হ্রদের লৌহ আকরিকের দলা পাকানো অবশিষ্টাংশ এই রোগ বিস্তারের কারণ।

ভদ্রসভ্য মানুষগুলোর মুখে কেমন একটা কষ্টের ভাব লেগে আছে। পান্থর মনে হল, ওটা ঠিক পরাণের জন্য নয়। রোজ বিনা পয়সার বিনোদন উপভোগ করা থেকে জীবনের জন্য তারা বঞ্চিত হল, সেই কষ্টের ছাপ লেগে আছে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসা মানুষগুলোর মুখে।

... সমাপ্ত

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ও পরাণ ছাড়িয়া না যাও মোরে

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল।

এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার !

এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা, পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

গত সপ্তাহের পর...

পান্থকে নামিয়ে যাওয়ার সময় পরান বলল, "আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলেন তো, আমি তো মুখ্য মানুষ কিন্তু আপনাদের মত এসব শিক্ষিত লোক আমার পেছনে লেগে কি আনন্দ পায়?"

কোনও উত্তর দিতে পারেনি পান্থ। বারংবার সে নিজেও ভেবেছে যে, একজন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত মানুষ অন্যকে উত্যক্ত করে কী মজা পায়! বিশেষ করে দেখা যায়, যদি কারো তোতলামির সমস্যা থাকে, বা কেউ একটু লেংচে হাঁটে কিংবা কারও একটা চোখ ছোট অথবা পরিবারের মধ্যে কেউ খুব হেনস্থা হয় এরকম মানুষকে রাস্তাঘাট,স্কুলকলেজ, অফিস আদালতে বেশি আক্রান্ত হতে হয়। এই শহরে একটা চায়ের দোকানে সন্ধ্যাবেলায় অনেক স্কুলের মাস্টারমশাইরা আড্ডা মারেন। স্বাভাবিকভাবেই সেটা মাস্টারদের ঠেক নামে সকলে চেনে। সেখানে সবাই হয়তো শিক্ষক নন, অন্যান্য পেশার মানুষও থাকেন। পান্থ দেখেছে সেখান থেকেও পরাণকে 'পড়ে?',বলে আওয়াজ দেওয়া হয়। শিক্ষকরা অবশ্য সরাসরি আওয়াজ দেন না, ঠেকের অন্য কেউ ডাকে আর তারা খুকখুক, খিকখিক অথবা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসেন কিন্তু বারণ করেন না। তারা ব্যাপারটা খুব উপভোগ করেন। পান্থ একদিন তার পরিচিত এক শিক্ষককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বলেছিল, "তোরা এই একটা ভ্যানচালকের পেছনে ওই রকম ভাবে লাগিস কেন?" শিক্ষক কোন উত্তর দেয়নি চুপ করে ছিল। শিক্ষকের বাইকের পেছনে বসে থাকা বইয়ের দোকানের মালিক হেসে বলেছিল, "ব্যাপারটা তেমন গুরুতর নয় দাদা, ওকে ওই 'পড়ে?', বললে বেশ ক্ষেপে যায়, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে, এটা নিয়েই একটু মজা করে সন্ধ্যাবেলায় সময় কাটানো হয়।" পান্থ হেসে শিক্ষককে বলেছিল, "হ্যাঁরে, তোরা তো ক্লাসে অনেক নিয়ম নীতি শেখাস। ছাত্ররা যদি তোদের এই অবস্থায় দেখে ফেলে তবে তাদের ভালো লাগবে তো? অথবা ধর তোদের মধ্যে কাউকে ওই ছাত্ররা পিছন থেকে এরকম আওয়াজ তোলা শুরু করল তখন মেনে নিতে পারবি? নাকি বলবি, গোল্লায় যাচ্ছে এই প্রজন্ম? পান্থ অনেক চেষ্টা করেছিল, চেনাজানা অনেককেই বারণ করেছিল কিন্তু কিছু পাল্টাতে পারেনি।

তবে তার সঙ্গে পরাণের বেশ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। রাস্তাঘাটে দেখা হলে প্যাসেঞ্জার না থাকলে তাকে তুলে নিত অথবা হাসত। পান্থর সামনে ওকে কেউ 'পড়ে?', বললে ও কোন উত্তর না দিয়ে জোরে ভ্যান চালিয়ে বেরিয়ে যেত। তবে পান্থ পরাণের চোখের আড়ালে থাকলে তখন পরাণ স্বমহিমায় থাকত। তার সেই উগ্র মেজাজ আবার ফিরে আসত। যে তাকে আওয়াজ দিত, ভ্যান থামিয়ে তাকে ধাওয়া করত। নিতান্ত ভ্যান থামানো সম্ভব না হলে চালাতে চালাতে গালাগাল করত।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে পরানের সঙ্গে পান্থর দেখা হয়নি। সেদিন সকালে বাজারে যাওয়ার সময় কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় জটলা লক্ষ্য করল। দু একজন তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় সে 'পড়ে?', শব্দটা শুনতে পেল। আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই আজ আবার পরাণ ঝামেলা বাধিয়েছে। প্রথমে ভাবল এড়িয়ে যাবে। পরাণের মুখোমুখি হবে না। কিন্তু জটলার কাছাকাছি পৌঁছে সে দেখল, আজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। অনেকেই জটলার ভেতর উঁকি দিয়ে চলে আসছে। কৌতূহলবশত পান্থ ভিড় ঠেলে এগিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো এবং তৎক্ষণাৎ তার চোখের সামনে একটা কালো পর্দা নেমে এল। কোনমতে পাশের জনের হাত ধরে নিজেকে সামলালো। রাস্তায় লবনের বস্তা বোঝাই পরাণের ভ্যান দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে আছে। কিছুটা দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে পরাণ, রক্তে চারদিকে ভেসে যাচ্ছে। পাশের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ল পান্থ। শুনলো রোজকার মতোই দোকানে মাল ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিল পরাণ। পিছন থেকে কেউ 'পড়ে?',বলে আওয়াজ তুলেছে। ভ্যান চালাতে চালাতে মাথা ঘুরিয়ে পরাণ তাকে গালাগালি দিচ্ছিল। পরাণের সামনের দিকে কোনও লক্ষ্য ছিল না। ঠিক উল্টো দিক থেকে আসা একটি দশ চাকার ট্রাক অন্যমনস্ক পরাণকে পিষে দিয়ে গেছে।

চায়ের দোকানে বসে পান্থ দেখছিল ভিড় থেকে বেরিয়ে আসা পরিচিত

গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও রক্তদান শিবির

সংবাদদাতা ঃ প্রখর রৌদ্র, অত্যাধিক বায়ুর আদ্রতাকে উপেক্ষা করে পঞ্চম বৎসর রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো গাঁড়াপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৬ জুন ২০২৪ গোবরাপুর আরেক থিয়েটারের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সারাদিনব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ২৫০ জনের উপর প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনী বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মোট তিনটি বিভাগের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় দুটি বিভাগে। প্রায় ৩০ জনের কাছে রক্তদান করে। আরেক থিয়েটার ফি-বছর এই সমস্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি পালন করে। আরেক থিয়েটার সমাজে সুস্থ-সংস্কৃতিক ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই নাটক করার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করতে চায়। যার মাধ্যমে

সমাজের সংস্কৃতিমনস্ক মনোভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি চেতনা জাগ্রত হয়। দিনের শেষে ছোট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী/স্থানাধিকারিণীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২
৯১৩৪২২৮৫১৩
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬
৮৯৭২৮০০০৮৪

ইমন মাইম সেন্টারের কবি প্রণাম

প্রতিনিধি ঃ মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের আয়োজনে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত পদাতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্প্রতি পেরিয়ে আসা জন্মদিবসকে মাথায় রেখে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। ১৬ই জুন রবিবার সকাল দশটায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের কর্ণধার ধীরাজ হাওলাদার এবং সম্পাদক জয়ন্ত সাহা।

এদিন মূলত ইমনের বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন কবিতা, সংগীত এবং সেই সঙ্গে নৃত্যের মাধ্যমে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজোর মতো অনুষ্ঠানটি পালন করেন। ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন বন্ধু এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ করেন। নাচ গান আবৃত্তি ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে একটি মূকাভিনয় এবং ছোট বন্ধুদের দ্বারা নির্মিত ও অভিনীত "রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন" শীর্ষক একটি ছোট্ট নাটিকা পরিবেশিত হয়। ইমনের বন্ধুরা প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন উপস্থাপনায় নজর কাড়ে সৃজা, গৌরব, অনুপ, ইন্দ্রজিৎ, সৌরভ, আরাধ্যা, মধুমিতা, সুবিমল, কাজল, সুরাইয়া এবং আরো অনেকে।

চাঁদপাড়া স্বর্ণব্যবসায়ীদের বিবাদ চরমে অফিসে তালা, থানায় অভিযোগ দায়ের

সংবাদদাতা ঃ স্বর্ণশিল্পী সমিতির চাঁদপাড়া শাখার বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর বিবাদ অবশেষে চরমে উঠল। এই বিবাদের সূচনা সমিতির বিগত সম্মেলনের সময় থেকেই। বিগত সম্মেলনে ভোটাভুটিতে পরিচালন সমিতির ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। বিদায়ী কমিটির কয়েকজন সেই পরাজয় মেনে নিতে পারেনি, সেই থেকে নতুন কমিটির সাথে তাঁদের কয়েকজন অসহযোগিতা করে আসছেন বলে অভিযোগ।

বিক্ষুব্ধ সদস্যদের কয়েকজন সাম্প্রতিক সমিতির কার্যালয়ে পোষ্টার ও তালা মারে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সমিতির দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যগণ তালা মারার ঘটনার কারণ জানতে চান। স্থানীয় গাইঘাটা থানাতেও সমিতির অফিসে তালা মারার ঘটনার জড়িত সদস্যদের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জনৈক বিক্ষুব্ধ সদস্য জানান, সম্পাদকের কিছু অগনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারিনি। বর্তমানে সকলকে নিয়ে আলোচনা সভা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আমরা তা মেনে নেব। স্বর্ণশিল্পী সমিতির বনগ্রাম মহকুমা শাখার সম্পাদক ও জেলা নেতৃত্ব বিনয় সিংহ জানান, সমিতির চাঁদপাড়া শাখা কমিটি সমস্ত নিয়মাবলী মেনেই কার্যালয়ে তালা মারার ঘটনায় জড়িত বিক্ষুব্ধ সদস্যের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। তবে আমরা চাই সমস্ত সমস্যা দূর করে সমিতির ১৩০ জন সদস্যই একত্রিত হয়ে সমিতির কল্যানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করুক।

অনুষ্ঠিত চাঁদপাড়ার পূরবী মেঘ উৎসব

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী নৃত্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান পূরবী মেঘ ড্যান্স স্কুল আয়োজিত পূরবী মেঘ উৎসব—২০২৪। সুসজ্জিত স্থায়ী মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আলোকজ্জ্বল ও দর্শনীয় মঞ্চে সংস্থার ছোট বড় নৃত্য শিক্ষার্থীগণ একক ও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে।

মাঠ ভর্তি দর্শক উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ ও নৃত্য প্রশিক্ষক মৃন্ময় সাহা ও অরূপ সরকার। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক বর্ষিয়ান সংগীত শিল্পী শোভা নন্দী ও সংস্থার অংকন শিক্ষক প্রদীপ নন্দী। উদ্যোক্তারা এদিন গুনীজন সংবর্ধনায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয় চাঁদপাড়ার অ্যাক্টো নাট্য সংস্থা ও দীঘা বিদ্যাসাগর সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধি সোমা চক্রবর্তী ও শ্যামলী গুহকে। এদিনের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত জি বাংলা খ্যাত ছোট হাম্পটির (আদর্শ) উজ্জ্বল উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে জি বাংলা খ্যাত সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পীগনের দর্শনীয় নৃত্যশৈলী সমবেত দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করে। এবারে উৎসবের অন্যতম আকর্ষন ছিল নৃত্য নাট্য নৃসিংহ এবং স্বনামধন্য শিল্পী অরূপ ও মৃন্ময় এর নির্দেশনায় পরিবেশিত গানের নাটক দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

আলোর রোশনাই ও ড্রোনের নজরদারিতে অনুষ্ঠিত কয়েক হাজার নৃত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ পূবরী মেঘ আয়োজিত বার্ষিক উৎসব বেশ উপভাগ করেন।

কড়া বার্তা সেচমন্ত্রীর

প্রথমপাতার পর...

সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর এবং প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুর। নারায়ণ গোস্বামী নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বুথে দেওয়াল লিখনের কাজ শেষ করতে হবে। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, মানুষ লোকসভা ভোটে ভুল করেননি। ব্যর্থতা আমাদের কারন আমাদের যাদের পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব। তারা ঠিক মতো পরিষেবা দিতে পারেনি। এদিন সভা শেষে হেলেঞ্চা এলাকায় প্রার্থী মধুপর্নাকে নিয়ে তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা মিছিল করেন। তৃণমূলের এই প্রস্তুতি সভা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি দলের বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, 'তৃণমূল যাই পরিকল্পনা করুক, বাগদার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, উপনির্বাচনে বাগদার মাটি থেকে তৃণমূলকে রাজনৈতিক কবর দেবেন।

চিন্তায় তৃণমূল

প্রথমপাতার পর...

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, গতকাল কারো জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল না। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে। সবদিক খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বোমাবাজির অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

পড়ে রয়েছে। চারিদিকে বারুদের গন্ধ ও কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। বাড়ির জানালার কাঠ ফেটে গিয়েছে। দিপালী সিকদার বলেন, 'আমি বিজেপি কর্মী। গতকাল রাতে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি উঠোনে বোমের সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে। গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।''

এই ঘটনাতে রাজনৈতিক রং লেগেছে। বিজেপির বনগাঁ উত্তর দুই মন্ডলের সভাপতি বাচ্চু গাইন বলেন, দিপালী সিকদার আমাদের বিজেপি নেত্রী। ভোটের সময় বুথে বসেছিলেন। তারপর থেকে লোকজন ওনাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছিল। ভয় দেখানোর জন্য বাড়িতে বোমা মেরেছে। অভিযোগ অস্বীকার করে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এটা ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই। ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।'

আত্মবিশ্বাসী মধুপর্ণা

দ্বিতীয় পাতার পর...

লড়াইটা খুব কঠিন না। ১৩ তারিখে দিদির হাতে সিটটা তুলে দিতে পারব।" 'বড়মা'র নাতনি মধুপর্ণা প্রাণীবিদ্যায় স্নাতক। রাজনীতিতে একেবারে আনকোরা ঠিকই। তবে রাজনীতি যে তাঁর রক্তে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় সবুজ ঝড়ের মাঝেও বনগাঁর আসন অক্ষত রেখেছে বিজেপি। ঘাসফুলের দাপটেও সেখানে ফুটেছে পদ্ম। এই পরিস্থিতিতে বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন তৃণমূল-বিজেপি উভয়পক্ষের কাছে প্রেস্টিজ ফাইট। জয় ছিনিয়ে আনতে মতুয়াগড় হিসাবে পরিচিত বাগদায় তাই ঠাকুরবাড়ির সদস্যকে প্রার্থী করা হয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ঠাকুরবাড়ি তরুণ সদস্য জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। শেষ পর্যন্ত মানুষের সমর্থনের নিরিখে মধুপর্ণা জয়ের হাসি হাসতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

গোবরডাঙ্গা চিরন্তন

প্রতিনিধি ঃ প্রতিবছরের ন্যায় গোবরডাঙ্গা চিরন্তন আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করলো সংগঠনের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। গোবরডাঙ্গা টাউন হল থেকে দুই নম্বর রেলগেট পর্যন্ত রাস্তার ধারে গাছ লাগানো হয়। চিরন্তনের পরিচালক অজয় দাস বলেন, একটা নাট্য দলের কাজ শুধু দিকে দিকে নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শক সাধারনের মন জয় করা নয়। নাটকে একটা শিক্ষনীয় বিষয় থাকে। ঠিক তেমনি

উষ্ণায়ন এবং অন্যান্য কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, প্রত্যেকটা নাট্যদলের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ রক্ষার্থে একটা দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। সেই কারণে প্রত্যেকটা নাট্য দলের সাধ্যমত তারা যেন প্রত্যেক বছরই গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সহযোগিতা করে। শুধু গাছ লাগালেই হবে না, গাছগুলো লাগানোর পর তাকে সুশ্রষা করে বড় হতে সাহায্য করে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করাও একটা নাট্য দলের নৈতিক কাজ বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও গোবরডাঙ্গা নাট্য সমন্বয় এর উদ্যোগে দশটা থেকে যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের সূচিতেও গোবরডাঙ্গা চিরন্তন অংশগ্রহণ করে।

গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা

দীপাঙ্ক দেবনাথ ঃ অতীত থেকে বর্তমান সবুজের অভিযান— এই স্লোগানকে মাথায় রেখে গত ৫ ও ৬ জুন গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষা নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। খাঁটুরা চণ্ডীতলায় সংস্থার সামনে থেকে সাইকেল অভিযানের মধ্য দিয়ে ৫ই জুন গোবরডাঙ্গার বিভিন্ন প্রান্তে বৃক্ষরোপণ ও পথ চলতি মানুষদের হাতে ৩০টি চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশ সচেতন করতে বার্তা দেওয়া হয়। সারা দেশজুড়ে যে ভাবে গাছ কাটা চলছে হয়তো একদিন গাছহীন হয়ে উঠবে গোটা সমাজ। এই ঘটনা কে মাথায় রেখে গোবরডাঙ্গা আকাঙ্ক্ষার শিল্পীদের উদ্যোগে প্রায় ২০ টি বৃক্ষ রোপন করা হয় চণ্ডীতলা সংলগ্ন

রাস্তায় এবং সেই গাছের সঙ্গে একটি করে সচেতন মূলক বার্তাও লিখে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা যেমন ভাবে তাঁদের বাড়িতে একটি গাছকে বাঁচিয়ে তোলে তেমন ভাবেই ৩৬৫ দিন যত্ন করে এই গাছ গুলিকে বাড়িয়ে তুলবে ছোটোরা। দলের সম্পাদিকা তনুশ্রী দেবনাথ (দত্ত) জানান, আমাদের এক দিন পরিবেশের কথা ভাবলে চলবে না, সারা বছর আমাদের পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে। গত ২ বছর ধরে দলের জন্মদিনে এবং আমাদের দলের সকল সদস্য, সদস্যাদের জন্মদিনে ২ করে গাছপোতা এবং ৩ টি করে গাছ বিতরণ করা হয়। এই গাছ গুলিকে উপযুক্ত জল, সার এমন কি পোকা মারার ওষুধ দিয়েও স্প্রে করে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এই উদ্দ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানান।

গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম পালন করলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। দলের সকল সদস্য, সদস্যা এবং শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালার

ছাত্র, ছাত্রীদের নিয়ে তারা পালন করলো এই বিশেষ দিনটি। বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে প্রকৃতির যে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে, তা রুখতে গাছ লাগানো যে কতটা জরুরি সেই বিষয় আলোচনা করেন দলের কর্ণধার , নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী। তিনি বলেন, তাকে রক্ষা করাটাও একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ। দলের সভাপতি শ্রাবণী সাহা সকলকে ধন্যবাদ জানান এই বৃহৎ কর্মসূচির জন্যে। দলের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় প্রদীপ কুমার সাহা সকলের হাতে বিভিন্ন ধরণের গাছ তুলে দেন । শিশু কিশোর নাট্য কর্মশালার নীল,ঐশানি, রুমকি, পাপিয়া, ঋষিতা, বর্ষা, ঋজু, রাজেশ, রনি, ইন্সিতা ও আরও অনেকে এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বৃক্ষ রোপন কর্মসূচিতে যোগ দান করে এবং সকলে গাছ লাগায়। দলের সম্পাদক অনিল কুমার মুখার্জী বলেন, আগামী দিনে যাতে এই কর্মসূচি আরও বৃহৎ হয় তিনি সেই চেষ্টাই করবেন। বিশিষ্ট অভিনেতা অবিন দত্ত সামগ্রিক কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করেন মাননীয়া শর্মিষ্ঠা সাধুখাঁ'র সহযোগিতায়।

দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা

প্রতিনিধি ঃ দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং এরই সাথে শুরু হলো প্রায় ৩০ জন শিশুকে নিয়ে একটি শিশু নাট্য কর্মশালা, যা চলবে আগামী ৯ই জুন পর্যন্ত। পশ্চিম বঙ্গের মফস্বল অঞ্চলগুলির মধ্যে দীর্ঘ প্রায় পয়ত্রিশ বছর ধরে দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্য সংস্থা তাদের নাট্য চর্চাকে অত্যন্ত সাফল্য ও গরিমার সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দত্তপুকুর দৃষ্টি তাদের অভিনয় ও থিয়েটার চর্চার মাধ্যমে একটি আলাদা ছাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং সমাজের বিভিন্ন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিশুদের কে থিয়েটার ও সুস্থ সংস্কৃতির পাঠ দিতে "দৃষ্টি" র ভূমিকা বর্তমানে সর্বজন বিদীত। শিশুদের নিয়ে তাদের এই থিয়েটার কর্মশালা নতুন নয়, এর আগেও এধরণের উদ্যোগ তারা নিয়েছে।

এবারের ৫ দিন ব্যাপি এই কর্মশালাটি হচ্ছে "দৃষ্টি"র নিজস্ব শিল্প চর্চা কেন্দ্র "শিল্পশালায়"। কর্মশালার শেষ দিন অর্থাৎ ৯ই জুন মঞ্চস্থ হবে অংশগ্রহণকারী শিশুদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রযোজনা। এদিন উপস্থিত উপস্থিত শিশুদের অভিভাবকরাও "দৃষ্টি" র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

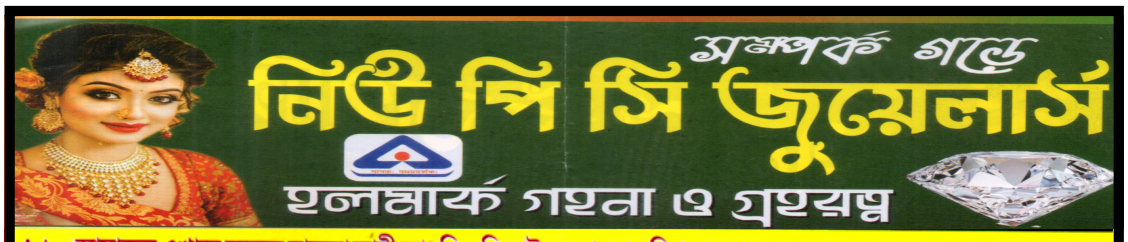

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স, যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ | নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ, বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায় | নিউ পি সি জুয়েলার্স বিডিটি, মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

বেহাল চাঁদপাড়া ষ্টেশন রোড, দুর্ভোগে যাত্রী সাধারণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও বনগাঁর বিদায়ী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের আন্তরিক উদ্যোগে ও সুপারিশে নানান সমস্যায় জর্জরিত চাঁদপাড়া রেল স্টেশন অমৃত ভারত ষ্টেশনের মর্যাদা লাভ করে।

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত বৎসর আগষ্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশনকে অমৃত ভারত ষ্টেশনের তালিকায় অর্ন্তভূক্তির কথা ঘোষণার মাস দুয়েকের মধ্যে কাজ শুরু হয়। কাজ হলেও অদ্যাবধি কাজের তেমন কোন অগ্রগতি ঘটেনি বলে রেলযাত্রীদের অভিমত। অন্যদিকে ষ্টেশনের পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তরে নর্থ কেবিন থেকে দক্ষিনে ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি অবধি রেল সড়কটি দীর্ঘদিন যাবৎ বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তার পাথর উঠে গিয়ে খানা-খন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তার উপর ষ্টেশনের ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্মে টানা যাত্রী শেডের জন্য পিলার তোলা ও প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ শুরু হওয়ায় ওই রেল সড়কের উপর ইট, পাথর বালি ও টাইলস্ ইত্যাদি ফেলে রাখার কারনে রেল সড়কটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় যানবাহন সহ সাধারণ মানুষজন ও রেল যাত্রীদের যাতায়ত খুবই দুস্কর হয়ে উঠেছে। রাস্তায় চলাচলে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হতে হচ্ছে মানুষজনকে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**